দৈনিক ইত্তেফাক

DEC 11 2004
তারিখ ...
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ...

অষ্টগ্রামের ৭ হাজার শিশু স্কুলে যায় না

ভৈরব সংবাদদাতা ॥ অষ্টগ্রাম উপজেলায় ৭টি ইউনিয়নে ৭ হাজার ছেলে-মেয়ে প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত রয়েছে। অর্থনৈতিক দৈন্য-দশা শিক্ষা উপকরনের চড়াদাম এবং সচেতনতার অভাবই এর মূল কারণ। কাগজ-কলমসহ শিক্ষার সাধারণ উপকরণের ক্রমাগত মূল্য বৃদ্ধির কারণ আর্থিক দূর্দশাগ্রস্ত পরিবারগুলো ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও শিশুদের বিদ্যালয়ে পাঠাতে পারছেন না। উপজেলা শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা গেছে, অষ্টগ্রামে ৬ থেকে ১০ বছর বয়সের শিশুর সংখ্যা ২২ হাজার ৪ শত ৬১ জন। এদের মধ্যে উপজেলার ৪৫টি সরকারী ও ৫৩টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ঐ বয়সের ১৭ হাজার ৩ শত ৭৯টি শিশু পড়াশুনা করে। বাকি ৫ হাজার ৮২ জন বিদ্যালয়ে আসে না। তবে বেসরকারী এক হিসাবে জানা গেছে উপজেলায় ৭ হাজার ছেলে-মেয়ে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত রয়েছে।

সাতটি ইউনিয়নে অধিকাংশ বিদ্যালয় জরাজীর্ণ। কোন কোন স্কুলের টিনের চালা, বেড়া বা দরজা নাই। প্রয়োজনীয় শ্রেণীকক্ষ, চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ ও অন্যান্য আসবাবপত্র এবং শিক্ষা উপকরণের অভাবে লেখাপড়া ব্যাহত হচ্ছে। অধিকাংশ স্কুলে নলকূপ ও শৌচাগার নাই।

ব্যাপক রবিশস্য আবাদের পরিকল্পনা

চলতি রবি মৌসুমে কিশোরগঞ্জ জেলায় রবিশস্য আবাদের ব্যাপক পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। এ মৌসুমে গম, গোল আলু, মিষ্টি আলু, চীনা বাদাম, সরিষা, মসুর, ছোলা, মুগ, মাসকলাই, মটর ও খেসারী, ভূট্টা, সবজী, পিঁয়াজ, রসুন, ধনিয়া, মরিচ ও হলুদ প্রভৃতির আবাদ করা হবে।

কৃষি বিভাগ সূত্রে জানা যায়, কিশোরগঞ্জ জেলার ১৩টি উপজেলায় মোট ১ লক্ষ ৩৭ হাজার ৫শত হেক্টর জমিতে বোরো, ১২ হাজার হেক্টরে গম, ৩ হাজার ২শত হেক্টরে গোল আলু, ১ হাজার ৬শত হেক্টরে মিষ্টি আলু, ৪ হাজার হেক্টরে সরিষা, ১ হাজার হেক্টরে মসুর, ৫শত হেক্টরে ছোলা, ৪শত হেক্টরে মুগ, ১ হাজার হেক্টরে মাসকলাই, ১ হাজার ৫শত হেক্টরে খেসারী, ২শত হেক্টরে মটর, ২ হাজার ৫শত হেক্টরে চীনা বাদাম, ৫ হাজার ১শত হেক্টরে সবজী, ৪শত হেক্টরে ভূট্টা, ১ হাজার হেক্টরে মরিচ, ৫শত হেক্টরে পিয়াজ, ৪শত ৫০ হেক্টরে রসুন, ২শত হেক্টরে ধনিয়া ও ৪শত ৫০ হেক্টরে হলুদের আবাদ করা হবে।